ফরহাদ মাজহারের কথামৃত

নন্দিনী হোসেন

৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫

পত্রিকায় প্রকাশ ফরহাদ মাজহার প্রেস ক্লাবের এক সেমিনারে বলেছেন বোমা হামলাকারীরা সন্ত্রাসী হলে মুক্তিযোদ্ধারা ও সন্ত্রাসী ! তাই তো ভালোই গুরু চিনেছে নিজামী সাইদীরা !এক সময়ের বামদের গুরু এখন নিজামীদের ও প্রাণের লোক ! হায়রে ! কত রঙ্গ দেখবে আর বাংলার অবোধ মানুষেরা !আজকাল এই সব যুদ্ধাপোরাধীরা ও অতি বাম এই সব গুরু দের কথামৃত সানন্দে উদৃতি দেয় । এই যেমন সেদিন, নিজামী সংবাদ সম্মেলনে বলে দিলেন,বাংলাদেশে ১৭ আগষ্টের সন্ত্রাসী হামলার সাথে জড়ির হচ্ছে ইন্ডিয়ার র এবং ইস্রাইলের মোশাদ !পরে দিব্বি অস্বীকার ও করে বসলেন তিনি কোন দেশ অথবা সংস্থার নাম নাকি মুখে আনেন নি। সাংবাদিকরাই ইচ্ছামত তা তার মুখে বসিয়ে দিয়েছে ! তিনি শুধু ফরহাদ মাজ হারের লিখা থেকে কিছু কথা উদৃত করেছিলেন। বারে বাহ !এবার বুঝা গেল এত গলায় গলায় ভাব কেন অতি বামদের সাথে নষ্ট নিজামীদের ! নিজামীরা যে কি রকম মিথ্যা বলায় পারদর্শী তা ও আরেকবার প্রমানিত হল। যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাইভেট চ্যানেল গুলোর খবর সেদিন দেখেছেন,তারা ভালো করেই অবগত আছেন নিজামী কি কি বলেছিলেন । তিনি পরিস্কার দেশ এবং সংস্থার নাম উচ্চারন করেছিলেন । পরে কি অবলীলায় তা অস্বীকার করে বসেন। এত দুর্বল ইমান নিয়ে জনগণ কে নসিহত করেন কি করে ? যা হোক। এ তো গেল নিজামী বচন যা তাদের পক্ষে অতি স্বাভাবিক। কিন্তু,অতি বাম ফরহাদ সাহেবরা আসলে চান কি ? ভাগাড়ের দুর্গন্ধ যুক্ত তত্ত্ব জামাতী দের কাছে উচ্চমূল্যে বিকোতে পারে-তারপর ? নিজামীরা না হয় এখন মাথায় নিয়ে নাচছে নিজেদের স্বার্থে ,কিন্তু ফরহাদ মাজহারের মত ভ্রান্ত গুরু দের একদিন ছুড়ে ফেলে দেবে ভাগাড়ে- এই নিজামীরা যদি কোন দিন তাদের তালেবানী আদর্শ বিকোতে পারে জনগনের একটা বড় অংশের কাছে। আজ যিনি মুক্তিযুদ্ধ এবং এই সব সন্ত্রাসীদের মাঝে কোন পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছেন না,তখন ঠিকই বুঝবেন পার্থক্য কাহাকে বলে,কি কি এবং কতপ্রকার ! কতখানি ক্ষয়ে গেলে,কতখানি নষ্ট হয়ে গেলে এরকম বলা সম্ভব পাঠকরা একবার ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখুন। মুক্তিযুদ্ধ কে তিনি কত খানি তুচ্ছ -তাচ্ছিল্য করেছেন তা তার কথা থেকেই স্পষ্ট প্রমানিত হয়। তাহলে কি বাংলাদেশ নামক স্বাধীন ভু-খন্ডের প্রতি তাঁর কোন আনুগত্য নেই? তালেবানী রা তাঁর আদর্শ ?

আমরা তা হলে ধরে নেব সন্ত্রাসীরা যত বোমা হামলা করবে তাতে ফরহাদ মাজহারের সমর্থন থাকবে ? তিনি কথায় কথায় বুশ ব্লেয়ারের সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ভাব দেখান। ইরাক হামলার বিরুদ্ধে গরম গরম কথা বলেন। সেটা স্বাভাবিক বিবেক -বুদ্ধি সম্পন্ন সবাই বলে । পৃথিবীর বেশীর ভাগ মানুষ ই বুশ ব্লেয়ারদের আগ্রাসী নীতির বিরোধী। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ইসলামী জঙ্গীদের পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে তাদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ কে সমর্থন করতে হবে । জঙ্গী সন্ত্রাসীদের কে মহান মুক্তিযোদ্ধা আখ্যায়িত করে হাত তালি দিতে হবে !

বাংলাদেশে মুসলিম জঙ্গী দের সন্ত্রাস বোমাবাজী সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সারা পৃথিবীতে আর এমন একটি নজির ও নেই যেখানে সারা দেশে একই সাথে বোমা হামলা হয়েছে। তারপর ও আজ এই লিখা যখন লিখছি নয় সেপ্টেম্বর,তখন ও গত কাল এবং আজ খোদ রাজধানীতে বোমা তৈরীর বিপুল সরঞ্জাম সহ ধরা পরেছে কিছু লোক। কিছু লোক পালিয়ে গেছে। এরা সবাই জামাতুল মোজাহেদীন এর সাথে জড়িত। এখানে আমার একটি প্রশ্ন, আজ যদি এই কারণে বুশ-ব্লেয়ার ইরাকের মত একটা অজুহাত ধরে বাংলাদেশে আক্রমন করে বসে 'ওয়ার অন টেরর'এর নামে ফরহাদ মাজহার রা তখন কি বলবেন? আমরা

চাই না বাংলাদেশের সাধারণ জনগনের উপর কোন দিন এমন গজব নাজিল হোক। বাংলাদেশ ইরাক অথবা আফগানিস্থান হোক। মাজহার সাহেবদের অনুরোধ এই সব নষ্ট ভ্রষ্ট চিন্তাধারার তত্ত্ব কথা বাদ দিয়ে 'নয়া কৃষি ' নিয়ে আছেন,তাই নিয়েই থাকুন। জামাতিদের হয়ে আর উকালতি করতে আসবেন না। সন্ত্রাসীদের মুক্তিযোদ্ধা বানিয়ে নিজেকে আর কত অতলে নামাবেন .....।